৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ সংশোধনের দাবি অধিকারভিত্তিক নাগরিক সমাজের

১৮ বছরের নিচে বিয়ের সুযোগ রাখা হলে তা কিশোরীদের আরো বেশি বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে ফেলবে

ঢাকা, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬। আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক মানববন্ধন ও সমাবেশে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬' –এ অবিলম্বে বিয়ের ন্যূ নতম বয়স সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনের দাবি জানান। এতে বক্তারা বলেন, এই আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ রাখা হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বাবা–মা চাইলে এর নিচের বয়সী মেয়েদেরকেও বিয়ে দিতে পারবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে, এই বিধান দেশের কিশোরীদের আরো বেশি বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে ফেলবে। বর্তমান সময়ে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ থাকা স্বত্ত্বেও দেশে বাল্যবিবাহ ঠেকানো যাচ্ছে না। ভুয়া জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং নানা কারণে প্রতিদিন শতশত কিশোরীকে বাল্যবিবাহের শিকার করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় যদি আইনই ১৮ এর নিচে বিয়ের সুযোগ রাখে তবে এই আইনী বৈধতা বাল্যবিবাহের ঝুঁকি তীব্রতর করে তুলবে।

কোস্ট ট্রাস্টসহ ২২টি নাগরিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত **মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬, বরং কিশোরীদের আরো বেশি বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে ফেলবে। অবিলম্বে আইনটি সংশোধনের করুন'** শীর্ষক এই মানব বন্ধনটি সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠিত মানব বন্ধন ও সমাবেশে আয়োকজকদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন একই সংস্থার ফেরদৌস আরা রুমী। অন্যান্যদের মধ্যে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের জায়েদ ইকবাল খান, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সুবল সরকার, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্টের আমিনুর রসুল বাবুল, আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন কমিটির আসমা আক্তার এবং কোস্ট ট্রাস্টের সনত কুমার ভৌমিক।

মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে ফেরদৌস আরা রুমী বলেন, বাবা–মা চাইলে বিশেষক্ষেত্রে সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বিয়ে দিতে পারার বিধানের কারণে আইনের ফাঁক গলে বাল্যবিবাহ বৈধতা পেতে পারে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কাকে অমূলক বলা হয়েছে। আমরা মনে করি, আইনের বিশেষ ধারাটির অপব্যবহার হবে। আদালত ও বাবা–মায়ের সম্মতির কথা বলা থাকলেও আমাদের দেশে যাঁরা মেয়ের বাল্যবিবাহ দেন, তাঁদের মধ্যে কতজনের আদালত পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা আছে? আইনের নজরদারিই বা কতটুকু হয়? আইনের ফাঁকফোকর ঠিকই বের হবে।

সনত কুমার ভৌমিক বলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন, কিশোরী পরিস্থিতির শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে তখন তার ভবিষ্যৎ কী হবে? অভিভাবকহীন কিশোরীর থাকার জায়গা না থাকলে ১৮ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে মঙ্গলজনক মনে হলে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন কিশোরী যদি ধর্ষণের কারণে গর্ভবতী হয় তাহলেও দেখা যাবে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যদি কোনো কিশোরীকে কোনো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ফুসলে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রেও ওই লোকটির সুবিধা করে দিবে এই বিশেষ ছাড়। আমরা তাই এই আইনটির সংশোধন দাবি করে, যার ফলে ১৮ এর নিচে সকল বিবেচনাতেই মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করা যায়।

সুবল সরকার বলেন, ১৮ বছর বয়সের আগে একটি মেয়ের শারীরিক গঠন পূর্ণতা পায় না। ১৮ বা ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তানও হয় অপুষ্ট কিংবা অন্যান্য শারীরিক জটিলতার শিকার হয়।

জায়েদ ইকবাল খান বলেন, স্বাস্থ্যগত প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একটি মেয়ের লেখাপড়া যে বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমাপ্ত রয়ে যায়। স্কুলপড়ুয়া একটি মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাকে সংসার ও সন্তান পালনের দায়িত্বে আটকে দিলে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা পেশাগত জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না।

আমিনুর রসুল বাবুল বলেন, বাংলাদেশে অপুষ্টির একটি প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে অপূর্ণাঙ্গ/অপরিণত মায়ের পক্ষে একজন সুস্থ শিশুর জন্ম দেয় সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা, অপুষ্ট শিশু, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে।

বার্তা প্রেরক: মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ফেরদৌস আরা রুমী, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১০